সুন্দরবনে সব ধরনের সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ

প্রশাসনিকভাবে পূর্ব ও পশ্চিম বিভাগের ৪টি রেঞ্জের ৫৮টি কর্ম্পামেন্টে বিবক্ত বাংলাদেশের সুন্দরবন।

প্রতিদিন প্রাকৃকিতভাবে ৬ বার সুন্দরবান তার রূপ বদলায়। শরণখোলা রেঞ্জের কটকা থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার রয়েছে অপূর্ব সুযোগ।

সুন্দরবনে ১০৬টি বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, দেড় লাখ চিত্রল ও মায়া হরিণ, বিলুপ্তপ্রায় ইরাবতিসহ ৬ প্রজাতির ডলফিন ও দুই প্রজাতির তিমিসহ ৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে ৩২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ প্রজাতির সরিসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী ও পাখি রয়েছে ৩০০ প্রজাতির।

'সুন্দরী' 'গেওয়া' 'পশুর' গরানসহ ৩৩৪ প্রজাতির গাছপালা, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল ও ১৩ প্রজাতির অর্কিড রয়েছে। জালের মতো করে ছড়িয়ে রয়েছে ৪৫০টি ছোট-বড় নদ-নদী ও খাল। সুন্দরবনের এসব জলভাগে রূপালী ইলিশসহ ২১০ প্রজাতির মাছ, ২৬ প্রজাতির চিংড়ি, বিশ্বখ্যাত শিলা স্কাম্পসহ ১৩ প্রজাতির কাঁকড়া ও ৪২ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক।

প্রতি বছর দেশি-বিদেশি প্রায় দুই লাখ ইকো-ট্যুরিস্ট সুন্দরবনের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দার্য্য উপভোগ করতে এখানে আসেন।

বিডি-প্রতিদিন/২৯ অক্টোবর, ২০১৫/মাহবুব